R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
( রাজা মার্কেট )
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯


# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪


জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত )
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

## সি পি এম নেতা পিটিয়ে বদলি হলেন মহকুমা শাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি নিমতিতায় বি এস এফের সঙ্গে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় মহকুমা শাসক পুনিত যাদবের ভূমিকায় ক্ষিপ্ত হয়ে সিপিএম তাঁর বদলিকে ত্বরান্বিত করলো বলে খবর। শ্রীযাদব গত ১১ ফেব্রুয়ারী মহকুমা ছেড়ে রায়গঞ্জের অতিরিক্ত জেলা শাসক পদে যোগ দিয়েছেন। মাত্র মাস নয়েক মহকুমায় থেকে তিনি সেকেন্ড অফিসার সবুজবরণ সরকারকে দায়িত্ব দিয়ে তড়িঘড়ি মহকুমা ত্যাগ করেন। অন্যদিকে রায়গঞ্জ থেকে এক অফিসার জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের দায়িত্ব নেবেন শোনা গেলেও তিনি আপাতত আসেননি। সিউড়ী ( সদর ) মহকুমা শাসক বি কে দাস জঙ্গিপুরে আসতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। উল্লেখ্য. শ্রীযাদব বদলির সময় প্রথামতো কর্মীদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক কোন বিদায় সম্বর্ধনা নেননি। আগামী পঞ্চায়েত ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## সীমান্ত এলাকায় অশান্তির জন্য বি এস এফ সরাসরি রাজনৈতিক নেতাদেরই দায়ী করলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বি এস এফের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংঘর্ষ ও অশান্তির মূলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদেরই সরাসরি দায়ী করলো বি এস এফ। তাদের মতে সমাজবিরোধী বা বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিয়ে রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষকে বি এস এফের কাজে বাধা দানে উৎসাহ দিয়ে সংঘর্ষ বাধাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তাদের কর্মীদের কোনই দোষ দেখেন না বি এস এফ কমান্ডান্ট। গত ১৮ ফেব্রুয়ারী নিমতিতা বি এস এফ ক্যাম্পে প্রশাসন, জন প্রতিনিধি ও বি এস এফ কমান্ড্যন্টসহ অন্যান্য বি এস এফ অফিসারদের এক সভা হয়। সেখানে জেলা শাসক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, অতিরিক্ত জেলা শাসক ( এল আর ), পুলিশ সুপার, ডি আই জি ( মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া রঞ্জ ), সীমান্ত এলাকার বি ডি ও ও সভাপতিরা, জঙ্গিপুরের ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর পর ব্যাঙ্ক ডাকাতির কিনারা খুঁজতে বাড়ীর মালিককে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ গত ১০ ফেব্রুয়ারী উমরপুর সংলগ্ন বাণীপুরের অধিবাসী বাসার মোল্লাকে ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। জানা যায়, প্রায় দেড় বছর আগে ৯ নভেম্বর ২০০১ বেলা ১'৫০ নাগাদ ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের উমরপুর শাখায় এক ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে প্রায় ছ' লক্ষ টাকা লুঠ হয়। এই ডাকাতির সঙ্গে ঐ বাড়ীর মালিক বাসার মোল্লা ওতপ্রোতভাবে জড়িত সন্দেহেই পুলিশ দীর্ঘ ব্যবধানে তাকে গ্রেপ্তার করে। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বর্তমানে বাসারকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে আরো কিছু ভারী মাথা যুক্ত আছে বলে কানাঘুষা চলছে। আরো জানা যায়, বীরভূমের হিয়াৎনগরের জনৈক মন্টু বিশ্বাসসহ কয়েকজনকে নিয়ে বাসার মোল্লা সম্প্রতি উমরপুর সংলগ্ন কাঁকুড়িয়া এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে একটি মিনি আয়রন ফ্যাক্টরীর সরকারী অনুমোদনও পেয়েছেন। যার প্রোজেক্ট ভ্যালু দু' কোটি ত্রিশ লক্ষ ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## বাস মালিকরা জেলা জুড়ে লাগাতার বাস বন্ধের ডাক দিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৯ জানুয়ারী বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতি জেলা জুড়ে এক দিনের প্রতীক ধর্মঘটের ডাক দিয়েও প্রশাসনের টনক নড়াতে পারেনি। এর আগে গত ৫ নভেম্বর '০২ জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার এবং আর টি ও কে লিখিতভাবে ২০০০ সালের নভেম্বরে রাজ্য সরকার নির্দ্ধারিত ভাড়া বৃদ্ধির পর জেলায় বাস ভাড়া না বেড়ে পরিবহনের আনুসঙ্গিক খরচ বেড়ে যাওয়ায় মালিকদের পক্ষে পরিবহন পরিষেবা ভবিষ্যতে চালু রাখা সম্ভব হবে না বলেও ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## জল করের নির্দ্ধারিত টাকা নিয়ে পুরবাসীদের মনে ধন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা পশ্চিমবঙ্গে পুরসভাগুলোতে পরিস্রুত জল সরবরাহ করা নিয়ে অনেক জল গড়াগড়ির পর গত মাসে পুরমন্ত্রী প্রচার মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে সংশোধিত ন্যূনতম কর ধার্য্য করলেন পনর টাকা। কিন্তু জঙ্গিপুর পুরসভা গত জুলাই মাসে পরিস্রুত জল সরবরাহের জন্য ন্যূনতম কর ধার্য্য করে পঁয়ত্রিশ টাকা। এবং চলতি মাস ফেব্রুয়ারী '০৩ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা আদায়ও শুরু (শেষ পৃষ্ঠায়)

## আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন অচল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের আহিরণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বর্তমানে এক রকম অচল। ডাঃ অর্জুন দাস স্যাটের নির্দেশে ওখানে বি, এম, ও, এইচ-এর পোষ্টে থেকে গেলেও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর তাঁর মাইনেপত্তর বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে খবর স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত বি, এম, ও, এইচ ডাঃ টি, কে, দাস বা অন্য দু' জন ডাক্তার আর, কে, দাস ও ডাঃ জে, বিশ্বাস কেউই সপ্তাহে ( শেষ পৃষ্ঠায় )

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৯ সাল।

## নিরাপত্তাহীনতা ঃ ঘরে ও বাহিরে

জলদস্যুতার কথা আগে শোনা যাইত যখন জলপথে যাত্রী সাধারণেরা যাতায়াত করিত। তাহা বহুকাল আগের কথা। বিশেষ করিয়া সাগরে যাহারা যাইতেন তাহাদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। জলদস্যুদের হাতে পড়িয়া তাহারা সর্বস্ব খোয়াতেন। কিন্তু আজ? কত যুগ, কত সময় পার হইয়া গিয়াছে তারপর। মানুষের জীবনে নামিয়া আসিয়াছে ব্যস্ততা —তাহার পায়ে পায়ে আসিয়াছে হরেক রকম বিপদ, বাধা, বিপন্নতা, বিপর্যয়। এই ভাঙাচোরা সময়ের বেলা-অবেলা-কালবেলায় কেমন যেন অদ্ভূত আঁধার নামিয়া আসিয়াছে মানুষের জীবনে। আসিয়াছে বিষন্নতা এবং বিপন্নতা। একটা কণ্ঠরুদ্ধ অসহায়তা এবং নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করিতেছে সাম্প্রতিককালের মানুষ —কি ঘরে কি বাহিরে। একদিকে জীবন-জীবিকার টানাপোড়েনে মানুষ ধ্বস্ত এবং বিপর্যস্ত তখন তাহাদের প্রাত্যহিকতার বিপন্নতা বোধে তাহারা দিশাহারা।

অধুনা দস্যুতা শব্দটির নবীন অঙ্গরাগ হইয়াছে—দুর্বৃত্তায়ন। দস্যু হইয়াছে দুর্বৃত্ত বা দুষ্কৃতী। তাহাদের শিকারের জাল সমাজের সর্বত্র—কি রেলে, কি বাসে, কি উড়ানে। চলার পথে কোথায় কখন কী ঘটিবে তাহা কেহ জানে না। জীবন জীবিকার জন্য তাহাদের গৃহবন্দী থাকিলে চলে না, বাহিরে যাইতে হয়। প্রত্যেক মানুষের কর্ম জীবন, সংসার জীবন এবং সামাজিক জীবন আছে। তাহার জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। পথে ও প্রান্তরে; যানে ও যানবাহনে। পূর্বে নাকি দস্যুভয়ে জলপথের যাত্রীরা সদলবলে যাতায়াত করিত, তাহাতে নাকি বিপদের ঝুঁকি কম থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমানে? যানবাহনে চলাচলকারী দলবদ্ধ যাত্রীসাধারণ দুর্বৃত্ত বা দুষ্কৃতীদের আকস্মিক আক্রমণে বিভ্রান্ত, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত। কয়েকদিন আগে নদীয়ার ধানতলায় এবং পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর থানা এলাকায় যাহা ঘটিয়া গেল তাহা যেমন ভয়াবহ তেমনি অমানবিক ও ন্যক্কারজনক। বাস চলাচলের পথ আটকাইয়া যাত্রীদের সর্বস্ব অপহরণ ছাড়াও নারীদের লাঞ্ছনা এবং শ্লীলতাহানি। সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইলে প্রায়শই দেখা যায় নারীর শ্লীলতাহানি কিংবা তাহাদের ধর্ষণের খবর। তাহা হইলে কি মানুষ বর্বর যুগে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে? ধানতলায় দুষ্কৃতীরা নাকি পাঁচ ঘন্টা ধরিয়া অত্যাচার চালাইয়াছে। সেখানে শুধু একটি বাসের যাত্রীরা নয়, আরো একটি কিছু পরে আগত বাসের যাত্রীরা তাহাদের কবলে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে, নারীরা হারাইয়াছে তাহাদের শ্লীলতা। অপর যে ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা দীঘা—হাওড়া রুটের বাসে। সেখানে দুষ্কৃতীরা পথের মধ্যে লোহার ফলা বিছাইয়া বাসের চাকা ফাটাইয়া বাস লুঠ শুরু করিয়া দেয়। আশ্চর্যের বিষয় একটিতে রাতভর এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়া গেল পুলিশ প্রশাসন তাহার কিছুমাত্র আঁচ পাইল না। অথচ ঘটনাস্থল হইতে থানার দূরত্ব নাকি ১০ কিলোমিটার। শোনা যাইতেছে ধানতলার এই ডাকাতির সঙ্গে নাকি রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতাও জড়িত আছেন এবং তাহাদের একজন পুলিশের নিকটে তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াও লইয়াছে। এই লইয়া দলের মধ্যে চাপান উতোর চলিতেছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। নদীয়া জেলায় এই রকম একটি ঘটনা সাত-আট মাসে নাকি ঘটিয়াছিল। দোষীরাও ধরা পড়িয়াছিল। তাহাদের শাস্তি কী হইয়াছিল তাহা জানা নাই। জানার কথাও নয়। কেননা এখন যে ঘটনাই ঘটুক না কেন—সবই তদন্তাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। তদন্ত চলিতে চলিতে ঘটনার কথা সাধারণ মানুষের স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। সাধারণ মানুষের স্মৃতি বড় দুর্বল।

দুষ্কৃতীদের রাজ্যপাট কোথায় নয়? বাসগৃহ, দোকানপাট হইতে শুরু করিয়া পথ-প্রান্তর, পথঘাট পর্যন্ত। জাতীয় সড়কে চলাচলকারী বাসে যাত্রী সাজিয়া অন্যান্য যাত্রীদের জিনিষপত্র-টাকা পয়সা ছিনতাই, লুঠতরাজ এখন প্রায়ই শোনা যায়। বেশ কিছুদিন আগেও উমরপুরে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে বাসডাকাতির খবর শোনা গিয়াছে। এই সব ঘটনা জল ভাতের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে জনজীবনে। এখন তাহাদের একটি প্রশ্ন প্রতিনিয়ত কুঁড়িয়া কুঁড়িয়া খাইতেছে—এই দুষ্কৃতীরা কাহারা? কোন ছাতার তলায় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়া তাহারা এই কাজ করিয়া চলিয়াছে দিনের পর দিন—এখানে নয় সেখানে—অথবা অন্য কোথা অন্য কোন খানে? ঘরে অথবা বাহিরে সাধারণ মানুষ আজ কতটা নিরাপদ? অন্য অভাবের মত নিরাপত্তাহীনতাও একটা অভাবের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে জনজীবনে। চুরি-ছিনতাই-ডাকাতি-খুন-ধর্ষণ- শ্লীলতা-হানির মত বিপন্নতার জ্বর কি সমাজ শরীরে অনুভূত হইতেছে না?

## ॥ বাংলা ভাষা সেই নাম ॥

(আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে)

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

ওপারের মেঘনা পদ্মায়,
ধানসিড়ি নদীটির জলে—
বিম্বিত যে আকাশ।
এ পারেতে চুণী কিংবা তিস্তা তোর্সায়,
রূপ নারায়ণের জলে—
একই প্রতিভাস।

এ পারেতে যে জাতক
মেললো প্রথম চোখ
ধরণীর আলোয় হাওয়ায়,
জননীর অবয়বে সেও দেখে
বাংলার মুখ। মুখচ্ছবি তার।

মুখের পানেতে চেয়ে
মুখ নাড়ে, কথা শেখে।
হাতে খড়ি নিয়ে তারও হয়
বর্ণ পরিচয়ে প্রথম প্রবেশ।

এ পারেতে তারই মতো শিশু
হাসে কাঁদে—ফোটে কথা কলি;
দাগা টেনে নেয় হাতে খড়ি।
বর্ণমালা—কথামালা
একই ভাষায়।

মায়ের মুখ হতে শেখা
এপারে ওপারে
একই মাতৃ ভাষা।
আমাদের কথামালা—
প্রাণের আরাম
বাংলা ভাষা তার সেই নাম।

## সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ জানুয়ারী সাগরদীঘি এস. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ে সরস্বতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তামিজুদ্দিন মল্লিক। অতিথিবৃন্দের আসনে অতীতের শিক্ষকবৃন্দ, সুতী-১ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সৌমেন ব্যানার্জী এবং আরও অনেকে ছিলেন। অনুষ্ঠানে দুটি গীতি আলেখ্য 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' এবং 'ভারত আমার ভারতবর্ষ' উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। এছাড়াও এই সঙ্গীত মহা-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত, রাগসঙ্গীত, তবলা-লহরা, কত্থক নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চের সভাপতি লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শশাঙ্কশেখর নন্দী, গোলাম মুর্শেদ, লাবণ্য দে, রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ সরকার ও অনুপমা ব্যানার্জী।

# নেতাজী সুভাষ ও ভারত সরকার

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় গত ১৫ই এপ্রিল ১৯৬২ সালে খবর বেরিয়েছিল—"জাপানের রেণকোজি মন্দিরে নেতাজীর (?) যে চিতাভস্ম রাখা আছে তা মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর দুইজন ফোরেন্সিক বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদ্বয় রিপোর্টে বলেছেন যে, ঐ চিতাভস্ম কোন মানুষের নয়, পশুর, সম্ভবতঃ কুকুরের।" আমাদের দাবী, রেণকোজি মন্দিরের ঐ চিতাভস্ম আপনারা নিজে পরীক্ষা করুন। দ্বিতীয় দাবী—মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের ঐ রিপোর্ট উদ্ধার করুন। তৃতীয়তঃ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্ণেল হবিবুর রহমানের বিভিন্ন সময়ের দুটি উক্তি। ২৮ মে ১৯৫১ তে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি খবর বের হয়। ভুলাভাই দেশাই একবার কর্ণেল হবিবুরকে প্রশ্ন করেন—"সুভাষ কি সত্যই মারা গেছেন?" উত্তরে হবিবুর ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জবাব দেন—"আমি সৈনিক, আমাকে আদেশ মেনে চলতে হয়।" অথচ দু' বছর আগে ১৯৪৯ সালে ডিসেম্বর মাসে পাকিস্থানের লাহোর থেকে প্রকাশিত "সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট"-এ কর্ণেল হবিবুর রহমান বিবৃতি দিয়েছিলেন—"বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি যে কথা বলেছিলেন তা সত্য নয়। কর্ণেল হবিবুরকে যে ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি সেই ভাবে কাজ করেছেন। কারণ একজন সৈনিক হিসাবে কমান্ডারের আদেশ মানতে তিনি বাধ্য।" নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষী ছিলেন কর্ণেল হবিবুর রহমান। তিনি স্পষ্টভাবে নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ অস্বীকার করেছেন। আমাদের প্রশ্ন—তদন্ত কমিটি কি কর্ণেল হবিবুর রহমানকে তদন্তে ডেকেছিলেন? ডেকে থাকলে তিনি কি বলেছিলেন? নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রচারের চার মাস বাদে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ রেডিও মাঞ্চুরিয়া থেকে নেতাজী এক ভাষণে বলেন—"This is Radio Manchuria, Subhas Bose speaking. We are the under the shelter of one of the great powers of the world. We should not be disapppointed. The first round of the Battle is a failure. The Battle of freedom is not easy. America own her indendence after seven years fighting. Eireland own her freedom after four years fighting. We are sure to be successful within two years. I will go to India of the creat of a Third World War and sit in judgement upon those who are trying my otficers and my men at Red Fort." পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নেতাজীর বক্তৃতা শোনা যায়। মালয়ে দৈনিক "সেবিকা" পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয় ন'দিন বাদে ২৮ মার্চ। পত্রিকার লন্ডনস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন, লন্ডনের বহু ব্যক্তি এই বক্তৃতা শুনেছেন। তৎকালীন বাংলাদেশের গভর্ণর হাউসের রেডিও মনিটর পি, সি, কর কলকাতায় বসে নেতাজীর এই বক্তৃতা শুনেছিলেন। এর পরে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে দু'বার নেতাজীর বক্তৃতা মাঞ্চুরিয়া রেডিও থেকে শোনা গেছে। আমাদের দাবী—মৃত্যু সংবাদের চার মাস বাদে রেডিও মাঞ্চুরিয়া থেকে নেতাজীর যে বক্তৃতা শোনা গেছে, সে বিষয়ে তদন্ত হোক। শ্যামল বসুর লেখা "সুভাষ ঘরে ফেরেনাই" বইটিতে এমন সব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, নেতাজীর মৃত্যু কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাদের দাবী—নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে শ্রীবসুকে স্বীয় বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হোক। ( চলবে )

## এবারেও পালস্ পোলিও সফল হল না

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ও ধুলিয়ানে পালস পোলিও এবারেও সফল হলো না। সামসেরগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পালস পোলিও খাওয়ানোর দিন ছিল গত ৯ ফেব্রুয়ারী। পালস পোলিও ০—৫ বৎসর শিশুদের খাওয়ানোর জন্য প্রায় ১৮ দিন আগে থেকে বহরমপুর থেকে আগত কিছু স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকার ব্যবহারে অনেকে ক্ষিপ্ত। স্থানীয় সংগঠনগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করায় পালস পোলিও ১০০% সফল হচ্ছে না। এছাড়া স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের সঠিকভাবে তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিকও দেয় না। গত মাসে অনেক স্বেচ্ছাসেবীকে ২০০ টাকা কম দেয়ায় তাঁরা কাজ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলছেন। এই এলাকাকে পোলিও মুক্ত করতে হলে স্থানীয় ক্লাব ও বিভিন্ন সংগঠনকে যুক্ত না করলে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয় বলে জানালেন এক সেবামূলক সংস্থার কর্মকর্তা। বহরমপুর বা কোলকাতা থেকে এসে অশিক্ষিত অনাহারক্লিষ্ট মানুষদের বুঝিয়ে পোলিও খাওয়ানো সম্ভব নয়। ধুলিয়ান পৌরসভাও এতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডে এখনো ৩০% শিশুর পোলিও টিকা করণ করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে জেলা সূত্রে জানা যায় ইউনিসেফের পূর্বাঞ্চলের চীফ ক্যারি মাউথস্সহ চারজনের একটি দল গত ৯ ফেব্রুয়ারী জুতী-২ ও সামসেরগঞ্জ ব্লকের ১২/১৪টি বুথ ঘুরে পালস পোলিও প্রোগ্রাম পর্যবেক্ষণ করে গেছেন।

## গণপ্রহারে এক ছিনতাইকারীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের ভূমিহর গ্রামের রামকৃষ্ণ রাজমল্ল গত ১৩ ফেব্রুয়ারী দুপুরে শ্বশুরবাড়ী কাঁচিয়া গ্রাম থেকে স্ত্রীকে নিয়ে রেল লাইনের ধার দিয়ে ভূমিহর ফিরছিলেন। মনিগ্রাম ষ্টেশনের কাছে দু'জন ছিনতাইকারী রাজমল্লর স্ত্রীর কান ও নাক থেকে সোনার গয়না ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় শুরু করে। মহিলার চিৎকারে আশপাশ মাঠে কর্মরত কৃষি শ্রমিকরা ছুটে গিয়ে একজন ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ধৃত ছিনতাই-কারীকে রামকৃষ্ণ ভূমিহর নিয়ে গেলে সেখানে গণপ্রহারে ছিনতাইকারী মারা যায়। পুলিশ গ্রামে গিয়ে ছিনতাইকারীর মৃতদেহ ও রামকৃষ্ণ রাজমল্লকে সাগরদীঘি থানায় নিয়ে যায়।

# মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা

# ২০০৩

২২ তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা আগামী ১৭ থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০০৩ পর্যন্ত বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। এ বছরের বইমেলা মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ রেজাউল করিমের জন্ম শতবর্ষ স্মরণে উৎসর্গীকৃত। বইমেলার শুভ উদ্বোধন হবে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৩ বৈকাল ৩ টায়। এই উদ্বোধনে মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রীসহ জেলার মন্ত্রীগণ ও জেলার বিশিষ্ট পদাধিকারীগণ উপস্থিত থাকবেন। বইমেলার দিনগুলিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনের দিনে বেলা ২ টায় "বইয়ের জন্য হাঁটুন" পদযাত্রা বহরমপুর শহর পরিক্রমা করবে।

স্মারক সংখ্যা : ৭৭ (১১) তথ্য/মুর্শিঃ, তারিখ : ১১-২-২০০৩

## জঙ্গিপুর হাসপাতালের বাথরুমের ভাঙা জানালা দিয়ে কয়েদী ফেরার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি থানার এক ধর্ষণের আসামী শুকুর সেখ গত ১৩ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যেয় হাসপাতাল থেকে ফেরার হয়। জানা যায়, ঐ দিন সে পায়খানা যাবার নাম করে বাথরুমের কাঁচ ভাঙা জানালা টপকে কর্তব্যরত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। কর্তব্যকর্মে গাফিলতির অভিযোগ এনে এস পি কর্তব্যরত দু'জন পুলিশকে সাসপেন্ড করেছেন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত আসামীর কোন সন্ধান মেলেনি।

### নেতাদেরই দায়ী করলো ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সাংসদ ও বিধায়ক, সুতীর বিধায়ক প্রমুখ জেলার প্রায় সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিরাই উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা প্রায় ঘন্টা দুয়েক ধরে চলে। বি এস এফ থেকে জানানো হয়, তারা সাধারণ মানুষের উপর বিনা দোষে অত্যাচার করে না। তবে চোরাচালান ও বেআইনী অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চাই বি এস এফ। সম্প্রতি নিমতিতায় বি এস একের গুলিতে নিহত ছাত্রের ঘটনায় জড়িত কর্মীর উপযুক্ত শাস্তি হবে বলে বি এস এফ কমান্ডান্ট জানান। এলাকার কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন রেজার প্রতিনিধি মহঃ বেলাল হোসেনের আট দফা দাবীর ভিত্তিতে সভায় আলোচনা হয়। বি এস এফ জানায়, তারা বর্ডার থেকে ১৫ কিমি-র মধ্যে তাদের এলাকায় তিন টনের বেশী ওজনের গাড়ীকে চলাচল করতে দেবে না।

### বদলি হলেন মহকুমা শাসক ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

নির্বাচনের পূর্বেই যে মহকুমা থেকে পুনিত যাদবকে বদলি করা হবে এটা ঠিকই ছিল। তবে সম্প্রতি নিমতিতার ছাত্র বিক্ষোভে শ্রীযাদব উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালাতে গিয়ে স্থানীয় সিপিএম লোকাল কমিটির অফিসে ঢুকে মিটিংরত এল, সি. এস মহঃ মাতিনসহ অন্যান্য কর্মী নেতাদের গায়ে হাত দেন। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সিপিএম নেতা নুর মহম্মদও নাকি সেখানে ছিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীযাদবকে হঠাৎ মহকুমা ত্যাগ করতে হলো বলেও এক সূত্র থেকে জানা যায়। অন্যদিকে জেলা সূত্রে খবর, জঙ্গিপুরের এস ডি ও পুনিত যাদবকে সরকারী নিয়মেই বদলি করা হয়েছে। একজন আই এ এস অফিসারকে প্রভেশনাল পিরিয়ডে ১৫ মাসের বেশী রাখার দিয়ম নেই। শ্রীযাদব দুর্গাপুরে ৬ মাস ও জঙ্গিপুরে ৯ মাস এস ডি ও র দায়িত্বে থেকেই বদলি হয়েছেন। এখানে অন্য কোন চাপ আসেনি।

### টাকা নিয়ে পুরবাসীদের মনে ধন্দ ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

হয়েছে। মন্ত্রীর ঘোষিত নির্ধারিত ন্যূনতম ধার্য্য কর পনর, অথচ জঙ্গিপুর পুরসভা থেকে আদায় করা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ। কোন্‌টা সঠিক এই নিয়ে পুরবাসীদের মধ্যে ধন্দ দেখা দিয়েছে।

### আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন অচল ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

এক দিন এক ঘন্টার বেশী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকেন না। কবে কোন সময় ডাক্তার আসছেন সেটাও এলাকার মানুষ বুঝতে পারেন না। তাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে কিছু নেই বর্তমানে। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ( এ, সি, এম, ও, এইচ ) সব কিছু জেনেও এর কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সর্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

### মালিককে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

টাকা মতো। এবং সেখানে প্রথম দফায় ফ্যাক্টরী তৈরীর কাজও শুরু হয়ে গেছে। বাসার মোল্লার এই কাড়বাড়ন্তই এলাকার মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ সন্দেহ ডেকে আনে। গত ১৪ নভেম্বর ২০০১ সংখ্যায় 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এ "জনবহুল তিন রাস্তার মোড়ে প্রায় ছ' লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক ডকাতি, পুলিশ এর কোন কিনারা করতে পারেনি" শিরোনামে একটা সংবাদ বার হয়। পাঠকদের স্মরণে আনতে সংবাদের কিছু অংশ তুলে ধরলাম। 'ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে এ্যাডিঃ এস পি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান। বহরমপুর থেকে পুলিশ কুকুরও আনা হয়। রাত পর্যন্ত জাতীয় সড়ক ও আশপাশ এলাকায় জোর তল্লাসী চলে। কিন্তু দুষ্কৃতীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, নিরাপত্তার প্রয়োজনেই শাখাটি উমরপুর হাট চত্বর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গত ৫ নভেম্বর বাণীপুরে এই বিল্ডিং-এ চালু হয়। রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া এলাকায় এই ধরনের ব্যাঙ্ক ডাকাতি প্রথম বলে জানা যায়।'

### বাস বন্ধের ডাক দিলেন ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

ডেপুটেশন দেন। তাতেও কোন কাজ না হওয়ায় আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে বাস মালিকরা জেলা জুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস বন্ধের ডাক দিলেন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী মালিক সমিতির অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ও জেলা জুড়ে প্রচারে নেমে মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতির জঙ্গিপুর মহকুমা শাখার সভাপতি মঙ্গল সরকার জানিয়ে দিলেন, ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে জেলার চারটি বাস এ্যাসোসিয়েশনের মোট ৪৫০ বাস তো বন্ধ থাকছেই, এছাড়া বীরভুম, মালদা, নদীয়ার মতো বাইরের বাসকেও তারা জেলায় ঢুকতে দেবেন না। এ ব্যাপারে অন্যান্য জেলার বাস মালিক সমিতির সহযোগিতা চেয়েছেন তারা। মঙ্গলবাবু জানান, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারী রাজ্যে জয়েন্ট কাউন্সিলের বাসভাড়া বৃদ্ধি ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মিটিং ডাকা হয়েছে। আমাদের সমস্যা বেশী হওয়ায় আমরা প্রথম আন্দোলনে নামলেও আশাকরি ২৭ তারিখের পর এ আন্দোলন সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি জানান, আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা বীরভূম গত নভেম্বর থেকে ৩৮ পয়সা প্রতি কিমি হিসাবে, মালদা ফেব্রুয়ারী থেকে ৪০ পয়সা প্রতি কিমি হিসাবে ভাড়া আদায় করবার ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু আমাদের জেলায় ৩৫ পয়সা প্রতি কিমির হিসাব সরকার অনুমোদন করলেও আর টি এ এখনও সেটা কার্যকরী করার অনুমতি না দিয়ে পূর্বতন ভাড়া কিমি প্রতি ৩০ পয়সাই ধার্য রেখেছেন। জেলায় ৭৫ শতাংশ নিত্যযাত্রী ও ছাত্র ছাত্রীদের কনসেশনের ধাক্কা সামলে এবং ডিজেল, মোবিল, গাড়ীর যন্ত্রাংশ, টায়ার-টিউব, বডি মেরামতির খরচ, রোড ট্যাক্স, ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম প্রভৃতি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ পরিবহন শিল্প বন্ধের মুখে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো এর ওপর আছে সরকারী বাস, ট্রেকার, মোটরচালিত ভ্যানের যথেচ্ছাচার। সরকারের নিয়ম বহির্ভূতভাবে জাতীয় ও রাজ্য সড়কে ট্রেকার চলাচলে যথেচ্ছভাবে লাইসেন্স প্রদান বাস ব্যবসা বন্ধের অন্যতম কারণ। অথচ নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমরা সরকারকে ক্ষতি স্বীকার করেও সহযোগিতা করে আসছি। এরপরও আমাদের রাস্তায় নেমে পুলিশ ও আর টি এ দপ্তরের বিভিন্ন অত্যাচার সহ্য করতে হয়। এতসব জুলুমবাজির স্বীকার হয়ে ঘরের ঘটি বাটি বিক্রি করে বা সরকারী ঋণে জর্জরিত হয়ে বেকার যুবকদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে বাস ব্যবসা সচল রাখতে। তাই এই পরিস্থিতিতে আমাদের রাস্তায় নামা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।